R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.— WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৩৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
আকর্ষণীয় ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইনের
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উৎসবে-অনুষ্ঠানে
কিংবা প্রমোদ ভ্রমণে
ইনভিমেন্ট (এস)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ভারতের যে কোন স্থানে
ভ্রমণের জন্য নির্ভরযোগ্য
বাস সার্ভিস

৭২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯২ সাল, ৩১শে জুলাই, ১৯৮৫ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা, বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

জালিয়াতদের বাঁচাতে পুরবোর্ড সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন (!)

বিশেষ সংবাদদাতা : জনকয় পুর কর্ম্মচারীর সার্ভিস বই নিয়ে বহু সমালোচিত জাল জোচ্চুরির ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত জঙ্গিপুরের পুর কর্তৃপক্ষ ধামাচাপা দিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, সমস্ত সরকারী নিয়মকানুন লংঘন করে পুরসভার ভাইসচেয়ারম্যান দেবব্রত সাধুর উদ্যোগে নতুন করে প্রতিটি পুর-কর্মীর সার্ভিস বই তৈরীর কাজও শুরু করেছেন পুর কর্তৃপক্ষ। এরজন্য জনৈক সুধীর দাসকে দৈনিক ২০ টাকা মজুরীতে নিয়োগ করে সরকার ও জনসাধারণের দেওয়া পুর অর্থের শ্রাদ্ধ করছেন পুরকর্ত্তারা। শুধু তাই নয় প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই জঙ্গিপুর পুরসভায় চলেছে যথেচ্ছ ডামাডোল। এই সব নিয়ম বিরুদ্ধ কাজের খেসারৎ স্বরূপ রাজ্য সরকারকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকারও বেশী গুণাগার দিতে হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই এ সমস্ত ঘটনা রাজ্যের ভিজিলেন্স দপ্তরের নজরে আনতে চেয়ে কাগজপত্র প্রস্তুত করেছেন বলে জানা গেছে। আমাদের হাতেও পুরসভায় সংঘটিত নানা ধরনের বে-নিয়ম ও সার্ভিস বই কেলেংকারীর সংগে জড়িত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র আমাদের কাছে রয়েছে। বহুদিন আগে সংগৃহীত এইসব কাগজপত্রগুলি থেকে 'সার্ভিস বই' নিয়ে যে সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে জাল-জোচ্চুরি ঘটনা ঘটেছে তা নির্দ্দিষ্টভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম। এবং এইসব ঘটনা তদন্তে প্রমাণিত হলে অভিযুক্তরা চাকরি থেকে শুধু বরখাস্তই হতেন না তাদের জেল-জরিমানাও ছিল অবধারিত। গত বছরে জঙ্গিপুর পুরসভায় চার-চারবার বোর্ড বদল হয়েছে। প্রতিটি বোর্ডের কর্মকর্ত্তাদের হাতে প্রাপ্ত তথ্যগুলি তুলে দিয়ে তদন্তের দাবী জানানো হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই এ সম্পর্কে কোনোরকম তদন্ত চালাতে রাজী হননি। এ ব্যাপারে প্রশাসন বা পুলিশকেও কিছু জানানো হয়নি। পুর কর্মকর্ত্তাদের এই আচরণ বিভিন্ন মহলে সোরগোল তুলেছে।

পুরসভায় সার্ভিস বই নিয়ে জালিয়াতির ঘটনা প্রথম ধরা পড়ে মৃগাংকবাবু নমিনেটেড চেয়ার-ম্যান থাকার সময়ে। দেখা যায় পুরসভার জনকয় কর্ম্মচারী তাদের সার্ভিস বইতে জন্মসাল ৮-১০ বছর করে কমিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় কয়েকজন কর্মী তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও ভুয়া সারটিফিকেট দাখিল করে চাকরি করছেন। নমিনেটেড বোর্ডের কমিশনার সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র জালিয়াতির ঘটনাটি ভিজিলেন্সে পাঠাবার পরামর্শ দিলেও মৃগাংকবাবু তা করতে রাজী হননি। কারণ লক্ষ্য করে দেখা যায় সি পি এম নিয়ন্ত্রিত পুর কর্মচারী ইউনিয়নের যারা কর্মকর্ত্তা, এইসব জাল-জোচ্চুরির ঘটনার সঙ্গে তাঁরাই জড়িয়ে রয়েছেন। সি পি এম সম্পাদক মৃগাংক ভট্টাচার্য্য তাই স্বভাবতই ভিজিলেন্সে তদন্তের দাবীটি উপেক্ষা করে এ ব্যাপারে কয়েকজনকে শো-কজ করেন। এবং শোকজের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই জালিয়াতির ঘটনা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেন। এরপর পুর নির্বাচনে ক্ষমতায় আসেন হরিপ্রসাদবাবুরা। তাঁরাও শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা জেনেও পিছিয়ে যান। এ নিয়ে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়লে তা নিয়ে আলোচনা উঠে। এবং কিছুদিনের মধ্যেই পুরসভার আলমারি থেকে কয়েকটি 'সার্ভিস বই' চুরি হয়ে যায় রহস্যজনকভাবে। এই চুরির ব্যাপারে রঘুনাথগঞ্জ থানাকে কিছু না জানিয়ে পুরবোর্ড সমস্ত ব্যাপারটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে যান। এরপর চুরি যাওয়া 'সার্ভিস বইগুলি' পাওয়া যায় এক কর্মচারীর বাড়িতে। অবস্থা বেগতিক দেখে এরপর সব ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে বিগত বোর্ড প্রতিটি কর্মীর নতুনভাবে সার্ভিস বই খোলার নির্দেশ জারী করেন। সরকারী নিয়মে এই নির্দেশদান এবং তা কার্যকরী করা সম্পূর্ণ বে-আইনী। আর তাছাড়া নতুনভাবে সার্ভিস বই খোলার সুযোগ পেয়ে অনেক কর্মচারীই এখন বয়স কমিয়ে এবং যোগ্যতা বাড়িয়ে নিচ্ছেন। কারো কারো ক্ষেত্রে বাপ ও ছেলেমেয়েদের বয়স প্রায় সমান করে দেখানো হচ্ছে। এর ফলে রাজ্য সরকারকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকারও বেশী গুণাগার দিতে হবে যা সরকারের উপর একটি বিশেষ বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

এদিকে পুরসভা দ্বিতীয়বার নতুনভাবে সার্ভিস বই খোলা শুরু করলেও দেখা যাচ্ছে পাগল দাস, নরেন চক্রবর্ত্তী ও দীপচাঁদ হরিজনের ক্ষেত্রে তা মেনে চলা হয়নি। তাদেরকে জোর করে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে। নরেনবাবুকে আবার চাকরির মেয়াদ অন্তের ১৯ দিন আগেই বিদেয় করে দিয়েছেন পুর-বোর্ড। শুধু তাই নয়, পুরবোর্ড কর্মরত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়কে চাকরি দেবার ব্যাপারেও 'একযাত্রায় পৃথক ফল' (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

রাজ্য কর্মচারী ফেডারেশনেও ভাঙ্গন

বহরমপুর : ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ফেডা-রেশন (ইনটিগ্রিটি) এর সাধারণ সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ দত্ত জানাচ্ছেন সম্প্রতি বহরমপুর ছাত্র পরিষদ ভবনে সমস্ত গোষ্ঠীর ফেডা-রেশনের কর্মী সভা হয়। এই সভায় ফেডারেশনের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের নীতি ভ্রষ্টতা, স্বৈরাচারিতা প্রভৃতির জন্য তাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে এক নূতন কর্ম-সমিতি গঠন করা হয়। নূতন কর্মসমিতি রামকৃষ্ণ ঘোষকে সভাপতি, রবীন্দ্রনাথ দেকে কার্য্যকরী সভাপতি ও নরেন্দ্রনাথ দত্তকে সম্পাদক নির্বাচিত করে। নূতন কর্মসমিতি আগামী দিনে সকল গোষ্ঠীকে একত্রীকরণে প্রচেষ্টা চালাবে। তাঁরা জাতীয়তাবাদ, ঐক্যবদ্ধতা, গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বিরোধীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি পাঁচটি নীতির ভিত্তিতে আদর্শগত সংগ্রামে সবাইকে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯২ সাল।

মূল্যবৃদ্ধির অগ্ন্যুৎপাত

বেশ কিছুদিন ধরিয়া জিনিষপেত্রর দাম লাফালাফি করিতেছিল। কখনও ভোজ্য তৈল, কখনও শর্করা (চিনি) কখনও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর দাম ব্যারোমিটারের পারদের ন্যায় ওঠানামা করিতেছিল। শুধুমাত্র চাউলের মূল্য একরূপ স্থিতিশীল ছিল। দুচার দশ পয়সা কেজিতে উঠানামা করিলেও তাহা তিন টাকা ছাড়াইয়া যায় নাই। কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণার পরেও দাম ঐরূপই গতায়াত করার ফলে সাধারণ মানুষ স্বাস্তর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিয়াছিল ১৯৮৫ হয়তো সুখের না হইলেও অন্তত দুঃখের হইবে না। কিন্তু জুলাই এর প্রথম সপ্তাহ কাটিতে না কাটিতে শর্করা (চিনি) লাফাইয়া সাড়ে সাত টাকা কেজি হইয়া আরো উঠিবে কিনা ভাবিতেছে। অন্যান্য দ্রব্যাদিও ক্রয় ক্ষমতার সীমা ছাড়াইতে প্রয়াস পাইতেছে। তরিতরকারি, মাছ, মাংসের বাজারে অগ্ন্যুৎপাতের তরঙ্গ বহিতেছে। পুঁটি মাছও বিশ টাকা কেজি। মাংস ত্রিশ টাকা কেজি বিক্রয় হইতেছে। আলু দুই টাকার নীচে নাই। ঢ্যাঁড়স বা কচুর মতো সব্জিও দুই টাকা কেজি। শাক দুই হইতে আড়াই। কাঁচা কলা একটাকা জোড়া। এই দুঃসময়ে আবার চাউলের মূল্য চার টাকা কেজি ছাড়াইয়া গিয়াছে। চিনির মূল্যবৃদ্ধি রোধের ব্যবস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করিয়া রেশন মারফত পাঁচ টাকা দরেই ছয় টাকা দরে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শোনা যাইতেছে রেশন মারফৎ নায্যমূল্যে চাউলও দেওয়া হইবে। তবে "ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়", তাই জনমনে বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে ওই চাউল খাইবার উপযুক্ত হইবে তো? বাঙলায় একটি প্রবাদ আছে 'দাতা দেয়তো বিধাতা দেয় না।' ভাল চাউল সস্তায় সরকার দিলেও, কৌশলী ব্যবসাদারদের কৌশলে তাহা গোপন রন্ধ্রপথে গুদামজাত হইয়া অখাদ্য চাউল রেশনে দেওয়া হইবে না তো? এদিকে বাজারে যে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হইয়াছে তাহার ঠেলায় জনজীবন বিপর্য্যস্ত। সরকারী কর্মী ও শিল্প শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ আন্দোলন মারফৎ তাহাদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করাইয়া অবস্থার সহিত মোকাবিলা করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ অসংবদ্ধ মানুষ যাহারা শতকরা আশিজন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করিতেছেন তাঁহাদের কি হইবে? আবার বর্ষাও এ বৎসর এখনও নামে নাই। ফলে মাঠে কৃষি কাজও শুরু হয় নাই। ফলশ্রুতি ক্ষেত মজুরদেরকে অর্দ্ধাহার হইতে অনাহারে হাহাকার করিতে হইতেছে। ইহাদের রক্ষা করিবার দায় সরকারের। কিন্তু সেইরূপ প্রচেষ্টা কোন দিকেই দৃষ্ট হইতেছে না। খাদ্যের বিনিময়ে কাজের কর্মসূচী পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে চালু হওয়া এখনই আশু প্রয়োজন। নহিলে এই অসহায় মানুষগুলিকে পরিবার পরিজনসহ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। পূজা আসিয়া পড়িতেছে। সাধারণ ভাবেই পূজার প্রাক মুহূর্ত্তে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক ভাবেই মুনাফা শিকারীদের লোভে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বাজারদরের বর্ত্তমান লাভাস্রোতের গতিরোধের ব্যবস্থা এই মুহূর্ত্তে করিতে না পারিলে সাধারণ মানুষকে পম্পেই ও হারকুলেনিয়ামের মত মূল্যের লাভাস্রোতে প্রোথিত হইয়া লুপ্ত হইতে হইবে। জনদরদী সরকারের কর্তাব্যক্তিরা সচেতন হউন। পার্লামেন্ট ও এসেম্বলী চত্বরের বাকবিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া বাম ও দক্ষিণ পন্থী সকলে জনসাধারণের দুর্দশা লাঘবের চেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে ব্রতী হউন।

তিন্নচোখে

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের কর্ষণে। এই আকাঙ্খাকে সফল করে আসে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' বর্ষা। নেমে আসে বাঁধভাঙা জল। আষাঢ় নেমে আসে বহুযুগের ওপার হতে। নেমে আসে বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ়। নীপ নিকুঞ্জ শিহরিত হয়ে ওঠে। জলসিঞ্চিত হয়ে ওঠে তৃষ্ণার্ত ধরণী।

বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের সুঘ্রাণ মনে জাগিয়ে তোলে পুলক। শতেক যুগের কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় বর্ষামঙ্গলের গান। মল্লারে-দেশে-কেদারায় বর্ষার আবাহন। এভাবেই যুগে যুগে বর্ষাকে কবিরা জানিয়ে থাকে তাদের আবাহন ও অভ্যর্থনা। কবির চোখ দিয়েই দেখে আসছি শ্যামকজ্জল বর্ষাকে। এই বর্ষার ছবি একদিন কবি জয়দেব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেখে ছিলেন বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু একবার বাস্তবের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি। সত্যই কি বর্ষা এসেছে আজ আমাদের জীবনে?

এবার আষাঢ়ে গ্রামবাংলার কৃষাণেরা চাতক পাখির মত আষাঢ়ের আকাশের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে থেকেছে। 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে' কণ্ঠে তাদের এই আর্তি। আষাঢ়ের মেঘের চাদর ভেদ করে বাঁধভাঙা জল নেমে আসেনি। গ্রামের মাঠে ঘাটে আলপথে জল ছুটে যায়নি। শালের বনে গাছ-গাছালির মাথায় দোলা দেয়নি ঝড়। শিশু ধানগাছ সারা আষাঢ় মাসে অপুষ্টিতে ভুগে পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে। শ্রাবণ গগনে এখন বিদ্যুতের ঘনঘটা। মেঘের ডমরুধ্বনি। বর্ষা নেমে আসছে শ্রাবণ মেঘের ঘন আস্তরণ থেকে। গ্রামবাংলার মাঠ ঘাট আবার সবুজে ভরে উঠবে। বাঁচবে মানুষ। জীবকুল-প্রাণীকুল। শ্রাবণে বর্ষার পদধ্বনি। এ বড় আনন্দের। বড় রমণীয়।

মণি সেন

'অন্ধকার বনচ্ছায়ে'

দুর্মুখ

আসুন বন সৃজন করুন। একটি বৃক্ষ একটি প্রাণ। একটি বৃক্ষ দশজনের আশ্রয়। নিনাদ উঠেছে নিনাদ। মাইকের নিনাদ। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন। সভায় সভায় আলাপন। তারি সাথে ভাষণ। বৃক্ষরোপণে, বনসৃজনে আত্ম নিয়োগ করুন। চেয়ে দেখুন দেশের অবস্থা বড় করুণ। বাড়ী করতে, শহর বানাতে অর্থ লাগে। অর্থই অনর্থের মূল, তার উপরে মূলই (কেন্দ্র) যেখানে শূল দিচ্ছে, সেখানে সহজপথ খুঁজে নিতে হবে বাঁচার। সে পথ বন তৈরী করা। বন তৈরী করতে হলেই সোজা পথ বৃক্ষ রোপণ করা। আসুন পদযাত্রায় যোগ দিন। হাতে, বাহাতে নিন গাছের চারা, ডান হাতে নিন রক্ত পতাকা উড়ান বাঁশের গোঁড়া। বলুন সমস্বরে "অন্ধকার বনচ্ছায়ে" ..."ফিরে দাও সে অরণ্য"...। বুনো রামনাথ তেঁতুলতলায় চাটাই বিছিয়ে ছাত্র নিয়ে টোল খুলেছিলেন। কোন অনুপপত্তি তাঁর ছিল না। "তেঁতুল গাছে বহুপাতা, কর্তা তেঁতুল পাতার ঝোল খেতে ভালবাসেন।" এহেন সোনার বাংলায় হীরের নজির থাকতে "কিবা ভয়।" "কেন পান্থ ক্লান্ত হও কমল তুলিতে।" হাজারে হাজারে ক্যাডারে মাষ্টার, আর গাব্বু খেলা ছাত্র থাকতে ভয় কি? লাগাও গাছ, বানাও বন। বনের অন্ধকারে তরুচ্ছায়ে বসাও পঠন পাঠনের প্রাথমিক বিদ্যালয়। দিচ্ছি পোষাক, গমের মুখির খেঁচুরি, পড়বার বই, পেন্সিল, শ্লেট, খাতা। ছাত্র না এসে যাবে কোথায়? তাদিকে নিয়ে বসে পড়ো বটের ঝুরির নীচে, তেঁতুল গাছের চত্বরে। নিদেন পক্ষে আস শ্যাওরার ঝোঁপে। লাগবে না আতপতাপ, ঝরা বৃষ্টির জল, তরতরিয়ে চলবে লেখাপড়া। গড়ে উঠবে আর্য্য ঋষির মহান সন্তান, "অমৃতস্য পুত্রাঃ।" বুনো রামনাথের দল পাঞ্জাবি পাতলুন পরে পড়াবে ইতিহাস—ঐ গৃহে বসবাসকারী সকলজন বুর্জ্জোয়া, "শ্রেণী শত্রু"। ইংরাজী শত্রু ভাষা। পড়ো বাংলা, বল অ, আ, ক, খ। অ-য়ে অমর রহে "মার্ক্সবাদ", আ য়ে আমরা সবাই মার্ক্সবাদী, ক এ কাস্তে চিহ্নে সব ভোট, খ য়ে খবর পেলেই সবাই জোট। কি হবে বিদ্যালয়ের ঘর, কি হবে চেয়ার টেবিল। ওসবই তো বুর্জ্জোয়া ব্যবস্থা। সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামে শিক্ষিত করতে হলে এসে দাঁড়াও গাছের নীচে আস শ্যাওরার ঝোপে, বনে জঙ্গলে, মাঠে-ময়দানে। রোদ জল হাওয়া বাতাস সহ্য করে গড়ে উঠুক মার্ক্সবাদী বাহিনী, আসন্ন লড়াই এর ভবিষ্যক্ষণে। শিক্ষার মানদণ্ড হোক, শিক্ষা দেবার মানদণ্ড হোক "সংগ্রামী শ্লোগগান" দেবার ক্ষমতা। বলতে শেখাও 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ।' বেকার রাখবো না যদি আমাদের ঠেকার প্রয়োজনে লাগতে পারো। নইলে তুমি কিসের বেকার! যে আমাদেরকে ঠেকা দেয় না সেতো 'ফোকার'। তাইতো আবার ডাক দিয়ে বলি—এসো বন্ধু এগিয়ে এসো, গড়ে তোলো বন, লাগাও গাছ। যে কোন গাছ পাও। যদি কোন গাছ না পাও, লাগাও বাঁশের ঝাড়। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে।

আলোচনা ভেঙে গেল

ধুলিয়ান : এবছর থেকে স্থানীয় লছমী বিড়ি ওয়ার্কস এ আর এস পির শ্রমিক সংগঠন ইউ-টি-ইউ-সি ইউনিয়নের নেতৃত্বে গত ৮ ১-৮৪ তারিখের চুক্তি লঙ্ঘন করে বেআইনীভাবে মাথা-মুটে চালু এবং যে সমস্ত বিড়ি কনট্রাক্টর এই সমস্ত মাথা মুটে মাধ্যমে বিগত দেড় বছর ধরে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করে আসছে তাদের বাতিলের দাবীতে অবস্থান আন্দোলন করেন। মালিকপক্ষকে সাতদিনের সময় দিয়ে নোটীশ দেওয়া হয়। কিন্তু মালিকপক্ষ ইউ টি-ইউ-সিকে উপেক্ষা করে বিড়ি মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য কতিপয় দালাল ইউনিয়নকে নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা বেগতিক দেখে ইউ টি ইউ সিকে ডাকা হয়। তাঁরা দাবী বিষয়ে আলোচনা না করে মালিকের ডিউটি পেড বিড়ি কিভাবে পাশ করা যায় সে ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন এবং আলোচনা ভেঙ্গে যায় বলে খবর।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

সীমান্তে অবাধ গরু পাচার

আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে আমাদের চোখের সামনে দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের অসংখ্য লোক এসে স্থানীয় বিভিন্ন গরুর হাট থেকে গবাদিপশু উচ্চ মূল্যে কিনে বাংলাদেশে পাচার করছেন। ইদানীং আরও দেখা যাচ্ছে যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ এমন কি রাজস্থান থেকে ট্রাকে করে গরু এনে স্থানীয় হাটগুলিতে বিক্রী করা হচ্ছে। সেই সব গরু আমরা পূর্বে কদাচিৎ দেখতে পেতাম, এতই বৃহৎ তাদের আকৃতি। শোনা যায় সেই সব পশু বাংলাদেশে বধ করে তার মাংস আরবদেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। তার বিনিময়ে বাংলাদেশ আমদানী করছে তেল, সোনা ইত্যাদি।

কিন্তু এই সব গরু বলদ অবাধে বিপুল পরিমাণে আমাদের দেশ থেকে চলে যাওয়ার কুফল আমরা উপলব্ধি করছি। বর্তমানে দুধ দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর দামও আকাশ ছোঁয়া। চাষের জন্য বলদও ক্রমে ক্রমে কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। কৃষকেরা এ ব্যাপারে চিন্তিত। চোরা কারবার ব্যাপক আকার ধারণ করায় জঙ্গিপুর ফাঁড়ির মাসিক আয় নাকি উক্ত ভাবে প্রায় দশ হাজার টাকা। মাঝে মাঝে বি, এস, এফ, এসে কিছু কিছু গরু ধরে নিয়ে যায়। একদিন স্বয়ং জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক গাড়ীঘাট থেকে কিছু গরু ধরে আটক করেন। কিন্তু স্থানীয় থানা ও ফাঁড়ি এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ। স্থানীয় লোক এ ব্যাপারে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে পুলিশ রক্তচক্ষু দেখায়। এমতাবস্থায় দেশের বৃহৎ স্বার্থের কথা বিবেচনা ও অবস্থা সরজমিনে তদন্ত করে পত্রিকা মারফৎ সোচ্চার হবার বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছি।

অশোককুমার দাস
জোতকমল, জঙ্গিপুর

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্গাপুর সিমেণ্ট ওয়ার্কস উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেণ্ট. আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

নিখুঁত টি ভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের নিকটস্থ ১৮/ কাঠা জায়গা একসঙ্গে অথবা প্লট হিসাবে বিক্রয় করা হইবে। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
রাজারাম মুন্দ্রা
জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোনঃ ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সের
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অরণ্য সপ্তাহের উদ্বোধন

রঘুনাথগঞ্জঃ গত ২০ জুলাই জঙ্গিপুর মহকুমা বনকর্মীদের উদ্যোগে অরণ্য সপ্তাহ পালিত হয়। ফরেষ্ট অফিস সংলগ্ন স্কুল গৃহে এক আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন মহকুমা শাসক ত্রিলোচন সিং, ১নং ব্লকের বি ডি ও নিখিলরঞ্জন মণ্ডল, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনা সভার শেষে স্থানীয় বন্ধু সমিতির সভ্যদের পরিচালনায় বিভিন্ন সরকারী কর্মীবৃন্দ ও স্থানীয় নাগরিকদের এক পদযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। তড়িৎ সংঘ, জঙ্গিপুর হাসপাতাল ও মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন করে এই উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ শহরাঞ্চলস্থিত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টি প্রকল্পের জন্য পাউরুটি সরবরাহের দরপত্র (টেণ্ডার) গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি :

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) মুর্শিদাবাদ অধীনের পৌর এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের দ্বিপ্রাহরিক আহারের নিমিত্ত মোট ৪৫০ গ্রাম ওজনের (৭৫ গ্রাম ৬টি সমান খণ্ডে বিভক্ত) রুটি সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি বেকারী সমূহের নিকট হতে গালা মোহর করা খামে 'দরপত্র' আহ্বান করা হচ্ছে।

আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ ১২-৮-৮৫ তারিখ পর্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারী অফিসে শনিবার বাদে অন্য সমস্ত কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত বিশদ নিয়মাবলী ও দরপত্রের নির্দ্ধারিত ফর্মের জন্য এই অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩-৮-৮৫ বেলা ২টা পর্যন্ত। ঐ দিনই বেলা ৩ ঘটিকায় সংশ্লিষ্ট বেকারীদের উপস্থিতিতে 'দরপত্র' খোলা হবে। সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণে এই অফিস বাধ্য নাও থাকিতে পারে। প্রয়োজনে কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন বা সকল দরপত্র অগ্রাহ্য করিবার অধিকার নিম্ন স্বাক্ষরকারীর রহিল

স্বাক্ষর : অজিতকুমার বসু
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা)
মুর্শিদাবাদ

জেলা ও তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

টেণ্ডার

মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের অধীন প্রাথমিক ও নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহের শিশুদের টিফিনের জন্য ৪৫০ গ্রাম (৭৫ গ্রাম ওজনের সমান ছয় ভাগে বিভক্ত) ওজনের পাউরুটি সরবরাহের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

মোরকসহ রুটির দাম, আয়কর, প্রতিটি স্কুলে সরবরাহ কার্য্য পর্য্যন্ত সর্ব প্রকার খরচ ধরিয়া দাম লিখিতে হইবে।

১৬-৮-৮৫ তারিখের মধ্যে সীলকরা খামে রেজিষ্টার্ড ডাকে (একনলেজমেণ্টসহ) পর্ষৎ কার্য্যালয়ে পৌছাইতে হইবে।

বিস্তারিত তথ্যাদি বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত পর্ষৎ অফিস হইতে জানা যাইবে।

স্বাক্ষর : অরুণ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি, তদর্থক কমিটি
জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ, মুর্শিদাবাদ

Memo No. 110 (7)/SPNP Dated 23.7.85

সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখিয়েছেন। যেমন সুবল দাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার ছেলে রবীনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। এমন কি সার্ভিস বইতে সুবলের বয়স লিপিবদ্ধ না হতেই বে-আইনীভাবে এল আই সি'র খাতায় বয়স বসিয়ে পুরসভা এল আই সিকে ভাঁওতা দিয়ে সুবলকে অর্থকরী পাইয়ে দিয়েছেন। অথচ সুবলের ৬ মাস আগে মৃত্যু হলেও জটা সেখের পরিজনরা আজও খেয়ে না খেয়ে দিন গুণছেন। জটা মৃত্যুর আগে তার চাকরিটি ভাইপোকে এবং প্রাপ্য অর্থাদি তার স্ত্রীকে দেবার জন্য পুরবোর্ডের কাছে আবেদন জানিয়ে যান। কিন্তু পুরবোর্ডের কাছ থেকে জটার লোকজনের ভাগ্যে এ পর্যন্ত কিছুই জোটেনি।

অনৈক অনিন্দ্য সরকারকে চাকরি দিয়েও পরে এল এস জি'র অনুমোদন না মেলায় তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে, অথচ পুরবোর্ড অন্য এক কর্মচারী সামসের সেখের ক্ষেত্রে এল এস জি'র অনুমোদন না মিললেও তার চাকরিটি স্থায়ী করে দিয়েছেন কিভাবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনৈক রাধেশ্যাম ঘোষাল অষ্টম শ্রেণী পাশ করে ট্যাক্স কালেকটরের কাজ করছেন সম্পূর্ণ বে-আইনী ভাবে। গত কয়েক বছরে কিভাবে সরকারী আদেশ অমান্য করে পুরসভা শ্রীঘোষালকে বেশ কয়েক হাজার টাকা পাইয়ে দিলেন তা তাঁরাই জানেন। কিভাবেই বা সামসের, অভয় ও রাধেশ্যামের বয়স সার্ভিস বইতে না উঠেই এল আই সির খাতায় উঠে গেল? পুরসভায় এমন ঘটনাও ঘটেছে যাতে দেখা যাচ্ছে '৬৮ সালে নিযুক্ত কর্মচারীর 'সার্ভিস বই'তে চেয়ারম্যান হিসেবে মৃগাংক ভট্টাচার্য্যের সই রয়েছে। তবে কি স্থানীয় মানুষজন ধরে নেবেন জঙ্গিপুর পুরসভায় এইসব নিয়ম বিরুদ্ধ কাজকর্মের ডামাডোল চলতেই থাকবে? জন কয় কর্মচারীর ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করবেন বোর্ডের কর্মকর্তারা? শহরবাসীরা অনেকেই এ নিয়ে পুনরায় তদন্তের দাবী তুলেছেন। তাঁরা চান রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ভিজিলেন্স পর্যায়ের পূর্ণাংগ তদন্ত। পরমেশ পাণ্ডে পুরসভায় নতুনভাবে দায়িত্বে আসার পর পুরসভায় প্রশাসনিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনার উপর জোর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি কি পারবেন 'সার্ভিস বই' কেলেংকারীর বিষয়টি ভিজিলেন্সের হাতে তুলে দিতে?

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুরি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

এ সি সি
আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে
আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ
মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না।
নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!
ষ্টকিষ্ট: দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন: রঘু ৩৩
জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।
পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের বিপুল সমাবেশ—
ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পো: ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন: ধুলিয়ানং ৫

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।